যুগান্তর

1 MAY 2017 … 2

'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায়' পিছিয়ে বাংলাদেশ : প্রধান বিচারপতি

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার (এস কে) সিনহা বলেছেন, 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায়' বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। তিনি বলেন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল তো অনেক উপরে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এটা বহাল আছে কিন্তু আমরা সেটি এখনও করতে পারিনি। এজন্য প্রধান বিচারপতি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।

রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এস কে সিনহা এসব কথা বলেন। কোনো দেশে প্রধান বিচারপতিরা 'প্রকাশ্যে এত কথা বলেন না'— আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের এমন বক্তব্যের চার দিনের মাথায় প্রধান বিচারপতি এ মন্তব্য করলেন।

সংসদের সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা। তিনি বলেন, দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্য ঐকমত্য হলেই সংবিধান সংশোধন করতে পারে। শুধু দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যই নন, পুরো সংসদ মিলে যদি সংবিধান বাতিল করে, সেই ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যদি দেখে, এতে সংবিধানের মূলভিত্তি নষ্ট হয়ে গেছে, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও জনগণের অধিকারে আঘাত হেনেছে, তাহলে সংসদের ওই সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, আমরা যখন রায় দেই, তা যদি কারও বিরুদ্ধে যায়, তখনই তারা এমন সব মন্তব্য করেন যা আমাদের কষ্ট লাগে। কোনো মতেই আমরা নিজেদের সভ্য হিসেবে দাবি করতে পারব না যত দিন পর্যন্ত না আমরা সংবিধান ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারব। সেটা যদি আমার বিরুদ্ধেও যায়, তা আমি মাথা পেতে নেব। তিনি বলেন, আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকার সংবিধান সুপ্রিম কোর্টকে দিয়েছে আর কাউকে দেয়া হয়নি। আর এই সংবিধান সমুন্নত রাখার জন্য সময়ে সময়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এটাকেই মানতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, সব বিশ্ববিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ জানাব তারা যাতে এ ধরনের আয়োজন করে থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশে এমনকি ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিচারপতিরা, প্রধান বিচারপতি

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায়' পিছিয়ে বাংলাদেশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়মিত লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য পত্রিকায় বের হয় না, আপনাদের প্রধান বিচারপতির বক্তব্য পত্রিকায় বের হয়। তার একটাই কারণ— আমরা সেই পর্যায়ে যেতে পারিনি। আইনের শাসন আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি, যা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো করেছে।

এস কে সিনহা বলেন, সাধারণ জনগণ ও সরকার সবাইকে আইনের শাসনের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট সাংবিধানিকভাবে আইনের যে ব্যাখ্যা দেয় তা মেনে নিতে হবে। একটা দেশের উন্নত রাষ্ট্রের স্বীকৃতির মাপকাঠি শুধু টাকা দিয়ে হলে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ অনেক আগেই উন্নত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেত। উন্নত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আইনের শাসন পালন করতে হবে। প্রত্যেককে আইনের শাসন মেনে চলতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ দেশের সব ঐতিহাসিক রায় আমার হাতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় আমার হাতে হয়েছে। সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনীতে যেসব অসঙ্গতি রয়েছে তা আমরা পরিবর্তন করেছি।

প্রধান বিচারপতি বলেন, ডিজিটাল এভিডেন্স (ভিডিও সাক্ষ্য) প্রমাণ করার জন্য কোন আইনে এটা গ্রহণযোগ্য করা যায়? কোন আইনে কীভাবে প্রমাণ করবেন? দুঃখজনক হলেও এখন পর্যন্ত এমন কোনো আইন করা হয়নি, এর কোনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। ভারতে অনেক দিন আগেই ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পরিবর্তন হয়েছে। তারা ডিজিটাল এভিডেন্স দিতে পারে, আমরা পারি না। আমরা মুখে বলি কিন্তু কাজের সঙ্গে আমাদের কথার সমন্বয় থাকে না। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সংবিধানের কোনো বিধান বা অন্য কোনো আইন সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে তা বাতিল করতে সুপ্রিম কোর্ট পিছপা হবে না।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান প্রণয়ন করেছেন, তাতে সুপ্রিম কোর্টকে জুডিশিয়াল রিভিউ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের এই ক্ষমতাবলেই ৫ম, ৭ম, ৮ম ও ১৩তম সংশোধনী বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এতে কারও কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের সংবিধানে যে ব্যবস্থা আছে, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। আমি সরকার প্রধান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, কিছু দিন আগে তিনি বলেছেন, তিনটি বিভাগ কারও ওপর কেউ যাতে প্রাধান্য না পায়। একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার জন্য। এটা আমাদেরও কথা। এটাই হওয়া উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি আইন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেলিম ভূইয়া, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সরকার আলী আককাস প্রমুখ।